ভোরের কাগজ

তারিখ ... 17. JAN. 20. ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

শিক্ষক সমিতির সংবাদ সম্মেলন

রা.বির শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের নিন্দা ক্যাসেট কেলেঙ্কারির তদন্ত দাবি

রা.বি প্রতিনিধি : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম অনিয়ম ও বহুল আলোচিত ক্যাসেট কেলেঙ্কারির সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। গতকাল সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবেরী ভবনে অবস্থিত সমিতির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি উপস্থাপন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রা.বি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোঃ সোহরাব আলী, সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর ড. এম মাহবুবর রহমান, সহসভাপতি প্রফেসর মুহম্মদ নূরুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ মতিয়ার রহমান, গোলাম সাব্বির সাত্তার (তাপু), মোঃ ফজলুল করিম, এম আনিসুর রহমান, এম রেজাউল হাসান করিম ও ড. সি.এম সফিকুল ইসলাম। তবে এদের মধ্যে জামাতপন্থী শিক্ষক ও সমিতির কোষাধ্যক্ষ মোঃ মতিয়ার রহমান সমিতির দাবির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন।

গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ঐ বৈঠকে উল্লেখ করা হয়, সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে চরম দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে কম্পিউটার সায়েন্স ও টেকনোলজি বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষকের টেলিসংলাপের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়। ঐ টেলিসংলাপ থেকে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নীতি নির্ধারক মহল শিক্ষক সমাজে নিজেদের সমর্থক সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য একটি বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের অনুসারী শিক্ষক নিয়োগের তৎপরতা চালাচ্ছেন। এ টেলিসংলাপে অংশগ্রহণকারীদের একজন শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সদস্য। সে কারণে এ কমিটির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ পক্ষপাতদুষ্ট এবং নিয়মতান্ত্রিক না হওয়াই স্বাভাবিক। সে জন্য শিক্ষক সমিতির কার্যকরী কমিটির ২৪ নভেম্বর তারিখের সভায় এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন ও নির্বাচনী বোর্ডের সুপারিশটি সিন্ডিকেটে পেশ না করার দাবি জানানো হয়।

এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কোনো তদন্তের ব্যবস্থা না করে তা সিন্ডিকেটে উপস্থাপনা করে এবং সিন্ডিকেটে তা অনুমোদনও লাভ করে। শিক্ষক সমিতির দাবির মুখেও এ ব্যাপারে কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করাকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে আখ্যায়িত করা হয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে উল্লেখ করে শিক্ষক সমিতি।

এছাড়াও সংবাদ সম্মেলনে আরো কয়েকটি বিভাগের কথা উল্লেখ করা হয়, যেখানে শিক্ষক নিয়োগে চরম অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্ল্যানিং কমিটির সুপারিশ উপেক্ষা করে অতিরিক্ত নিয়োগ, অবস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগকৃতদের স্থায়ী না করেই পুনরায় স্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ, মুক্তিযোদ্ধা কোটা অনুসরণ না করা ইত্যাদি।

শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে এ সকল অনিয়ম তুলে ধরে অবিলম্বে এর বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও তদন্ত কমিটি গঠনের দাবি উপস্থাপন করা হয়। অন্যথায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এ ধারা চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে এবং শিক্ষার মানও নিম্নমুখী হবে বলে উল্লেখ করা হয়।